চলচ্চিত্র সমালোচনা
টোকাইয়েরা এবং কুড়ানিরা (২০০০)

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন

চলচ্চিত্র পরিচিতি

The Gleaners & I (2000)
Les glaneurs et la glaneuse (original title)

১ ঘণ্টা ২২ মিনিট । প্রামাণ্যচিত্র

ভাষা : ফরাসি । দেশ : ফ্রান্স । চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : আনিয়েস ভারদা

চরিত্রায়ন : বোদান লিটনানস্কি, আনিয়েস ভারদা, ফ্রাসোয়া ওয়ার্থাইমার ও অন্যান্য ।

সঙ্গিতায়ন: জোয়ানা ব্রুজদোভিজ, ইসাবেল অলিভিয়ের ।

ক্যামেরা : দিদিয়ের ডসিন, স্টাফেন ক্রাউস, দিদিয়ার রাউজ , পাস্কল স্যুটলেট, আনিয়েস ভারদা ।

সম্পাদনা : জিন-ব্যাপটিস্ট মরিন, লরেন্ট পাইনাউ, আনিয়েস ভারদা ।

সহকারী পরিচালনা : মার্জোলাইন গ্র্যান্ডজিয়ান । শব্দ : থাডিড বার্ট্র্যান্ড, রাফেল সোহিয়ার । শব্দ সম্পাদক : ইমানুয়েল সোল্যান্ড ।

শব্দ মিশ্রণ : নাথালি ভিদাল । গান : "র‍্যাপ দে রাকআপ" সুরকার : আনিয়েস ব্রিদেল, রিচার্ড ক্লুগম্যান ।

পূর্বকথা : ভাষা

টোকাইয়েরা এবং কুড়ানিরা (২০০০) সিনেমাটির মূল ভাষা ফরাসি এবং সাথে রয়েছে ইংরেজিসহ নানান ভাষার সাবটাইটেল । কলাকুশলী ও পর্দায় যাদের দেখা যায় তারা ফরাসি এবং তাদের ভাষাও ফরাসি আর ফরাসি উচ্চারণ এবং তার বাংলা বানান নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত, কিন্তু চলার মতো পথ ভাল ও সহজ নয় । এখনো বিভিন্ন বিদেশি ভাষার নাম, ধারণা ও বিষয়ের মাতৃভাষাকরণ কতটা জরুরি সেটা আমরা অনুধাবণ করে উঠতে পারিনি ।

ফলে Agnès Varda কোথাও আনিয়েস ভারদা আবার কোথাও আগ্নেস ভারদা আবার Varda বানান নিয়েও রয়েছে বিভেদ । এ'লেখার ফরাসি নামের বানান এবং উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ, ভুল/ ঠিক থাকা, এসব প্রচলিত বাস্তবতার প্রতিফলন, এর বাইরের কিছু নয় ।

ফরাসি, জার্মান, স্পানিশ, ইংরেজি ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী ভাষাগুলোর শ্রী বেড়েছে তাদের আগের শোষণের কাঠামোর ভেতর দিয়ে এবং ভাষাগত মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা সম্ভব কোথায় ছিল কার উপনিবেশ । এখনো ঐ উপনিবেশায়ন বিভিন্ন বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তির ভিতর দিয়ে প্রচলিত রয়েছে । আর সাথে যোগ হয়েছে নতুন নতুন সব বণিক সম্রাটের এবং তাদের ভাষা কারণিক পর্যায়ের শেখার/ শেখানোর । এই হ-য-ব-র-ল থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা এবং এই পরিস্থিতির বিরাজমানতা, শুধুমাত্র একপাক্ষিক নয় । গণসংস্কৃতির এই পতন শুধু কোনো এক দেশে অথবা শহরে সীমাবদ্ধ নেই । এমন ক্ষমতাবানদের/ অতিধনিদের/ অতি জনপ্রিয়দের সময়ে আনিয়েস ভারদা আমাদের দেখান এর বিপরীতের কিছু মানুষকে এবং তিনি মনে করেন তিনিও তাদের মতই একজন ।

আনিয়েস ভারদা (মে ৩০, ১৯২৮–মার্চ ২৯, ২০১৯)

ফরাসি নবতরঙ্গ সিনেমা আন্দোলনের অন্যতম শক্তিশালী চলচ্চিত্র পরিচালক, শিল্পী ও ফটোগ্রাফার আনিয়েস ভারদা । তার জন্ম বেলজিয়ামে হলেও কাজ ও ভাবনার বিকাশ ঘটে ফ্রান্সে । আনিয়েস ভারদার জীবনসঙ্গী ছিলেন আরেক বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক জ্যাক দ্যমি (জুন ৫, ১৯৩১–অক্টোবর ২৭,১৯৯১) এবং ফরাসি নবতরঙ্গ/ ফরাসি নবকল্লোল/ La Nouvelle Vague সিনেমা আন্দোলনের সবার সাথেই ছিল তার গভীর ভাব সখ্যতা । তার বন্ধুতা কোনো বয়স, পেশা, যৌনতা বা সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল ছিলনা । ২০১৭ সালে তিনি তার চেয়ে অনেক কম বয়সি শিল্পী জুনিয়র {JR ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩ (৩৬) প্যারিস, ফরাসি এই শিল্পী এবং ফটোগ্রাফারের ব্যক্তিগত পরিচয় এখনো নির্ধারিত নয় ।} এর সাথে যৌথভাবে পরিচালনা করেন সিনেমা "ফেসেস পেসেস" । তার সিনেমা দেখানো হয়েছে পৃথিবীর সব নামিদামি উৎসবে আর পেয়েছে অসংখ্য পুরস্কার ।

আনিয়েস ভারদার কাজের বিষয় সাধারণত প্রথাগত কাঠামোতে টিকতে না পারা মানুষেরা । অথবা বলা যায় প্রান্তিক ভাবনার মানুষেরা ঘোরাফেরা করে আনিয়েস ভারদার কাজের জগতে । অনেক সময়েই তারা ভাবকাতরতায় ভোগে, আবেগপ্রবণ তারা কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে সচেতন । তারা কথা বলতে চায়, ভাব বিনিময় করতে চায় এবং সাধারণত তারা প্রত্যাখ্যাত হয় অথবা প্রত্যাখ্যান করে, প্রবল মূল্যবোধ দ্বারা, প্রবল মূল্যবোধকে ।

ক্রিস মার্কার (জুলাই ২৯,১৯২১–জুলাই ২৯, ২০১২), আলা রেনে (জুন ৩, ১৯২২–মার্চ ১, ২০১৪) ও অন্যান্য আরো অনেকের সাথে তার অবস্থান ও সখ্যতা ছিল বামকেন্দ্রিক নবতরঙ্গ সিনেমা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে । তবে কাইয়ে দ্যু সিনেমা কেন্দ্রিক নবতরঙ্গ সিনেমা আন্দোলনের নির্মাতা ও অন্যান্যদের সাথেও ছিল তার ভাব ।

এরকম আরো অনেক কিছুর সাথে ছিলেন তিনি । তাকে নারীবাদী নির্মাতার তকমাও দেয়া হয় তবে মূলত তিনি সিনেমা বানিয়েছেন তার নিজের মতো করেই এবং খেয়াল রেখেছেন যেন কোনভাবেই সেটা পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিভ্রান্ত না হয় ।

আনিয়েস ভারদা ২৪ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং ২২ টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বানিয়েছেন, রয়েছে তার অন্যান্য শিল্পকর্ম । Les glaneurs et la glaneuse (২০০০) সিনেমাটি তার অন্যতম জনপ্রিয় সিনেমা, আবার অনেকে এটাকে তার অন্যতম রাজনৈতিক সিনেমা হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকেন ।

টোকাইয়েরা এবং কুড়ানিরা (২০০০)

টোকাই কারা, আনিয়েস ভারদার ব্যাখ্যা এ দিয়ে শুরু হয় সিনেমা । এবং তিনি জানান আগে শুধু মহিলা কুড়ানিরা ছিল যারা ফসল তোলা শেষে খেতে পড়ে থাকা ফসলের ফলমূলের যতটা সম্ভব কুড়িয়ে নিতেন । তিনি জ্য ফ্রাসোয়া মিলেত (অক্টোবর ৪, ১৮১৪– জানুয়ারি ২০, ১৮৭৫) এর ১৮৫৭ সালে আঁকা "গ্লেনারস" চিত্রকর্মটি দেখান এবং ধীরে ধীরে আমরা দেখতে থাকি এখন আর শুধু কুড়ানিরা নয় সাথে যোগ হয়েছে টোকাইরা । তাদের কুড়ানোর জায়গা এখন আর শুধু ফসলের মাঠে

সীমাবদ্ধ নেই, শহরের বাজারেও দেখা যায় তাদের। বাজারের ও বড় বড় দোকানের ফেলে দেয়া ফলমূল, খাবার তারা কুড়িয়ে থাকেন। রাস্তায় ফেলে দেয়া আরো অনেক সব জিনিসপত্র তারা বেছে বেছে নিয়ে নেন নিজের প্রয়োজন অনুসারে। ভারদা নিজেও সারা সিনেমা চলাকালীন কুড়াতে থাকেন ছবি, সিনেমা, গল্প, পুরনো বাতিল সময় নির্দেশক কাটাবিহীন ঘড়ি। এই কাটাবিহীন ঘড়ি যেন নির্দেশ করে আমাদের বানানো সময়জ্ঞানের অসারতা।

শহরের টোকাই ও কুড়ানিরা

শহরের টোকাই ও কুড়ানিরা সারা বছর জুড়েই কুড়িয়ে থাকেন নানারকম জিনিসপত্র, খাবার-দাবার। তারা সবাই জানেন কখন গেলে কোন বাজারে/ ডাস্টবিনে/ বড় দোকানের পাশেই পাওয়া যাবে খাবার ও নানান ধরনের জিনিসপত্র।

এই মানুষদের সাধারণ পোশাক, জীবন-যাপনের মাঝেই রয়েছে গভীর রাজনৈতিক, দার্শনিক জীবনবোধ। মাঝ বয়সি একজন ফরাসি টোকাইয়ের সাথে পরিচয় হয় আমাদের, যার রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কিন্তু তিনি চাকরি, স্বাভাবিক জীবনযাপন ছেড়ে বেছে নিয়েছেন টোকাইয়ের জীবন। তিনি পছন্দ করেননা প্রথাগত জীবনযাপন ও মতাদর্শ। তিনিও অধিকাংশ টোকাই ও কুড়ানিদের মতো পছন্দ করেন না এই অঢেল অপচয় কেন্দ্রিক জীবনযাপন এবং সজাগ থাকেন যেন কোনো ভাল খাবার ও জিনিসপত্র রাস্তায় পড়ে নষ্ট না হয়। তিনি আরেকটা কাজ করেন অভিবাসীদের জন্য, তাদের বিনা বেতনে ফরাসি শেখান অনেকদিন ধরেই।

ধীরে ধীরে আমরা আরো পরিচিত হতে থাকি একজন পরিবেশবাদী টোকাইয়ের সাথে, পরিচয় ঘটে একজন সখের টোকাইয়ের সাথেও যার কিনা নিজের রেস্তোরা আছে কিন্তু তিনিও ফসলের মাঠে কুড়িয়ে থাকেন। তিনি গর্বভরে জানান এটা তার পারিবারিক ঐতিহ্য আর ফসলের মাঠে কুড়িয়ে এতো ভাল জিনিস পাওয়া যায় যেটা আর কোনভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। একদল সদ্য তরুণ-তরুণির আন্দোলন দেখি আমরা, যারা একটা বড় দোকানে আক্রমণ করেছিল। যে দোকানের ফেলে দেয়া খাবার, জিনিস তারা কুড়িয়ে নিত। এই কুড়ানো বন্ধ করার জন্য দোকানের মালিক এসবে ব্লিচিং পাউডার ঢেলে দেয় এবং তাদের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ করে।

আনিয়েস ভারদা সারা সিনেমা জুড়েই নিজেকেও কুড়ানি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এ সিনেমাতে ফরাসি দেশের খেত থেকে ফেলে দেয়া ভাল আলুর ভিতর থেকে অন্যান্য টোকাই ও কুড়ানিদের সাথে আলু কুড়ান, বেছে বেছে নিতে থাকেন হৃদয় আকৃতির আলু। অধিকাংশ পুঁজি কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক দেশের মত ফ্রান্সেও বাজারের দাম ঠিক রাখাসহ অন্যান্য অনেক কারণে প্রতি বছর প্রচুর উৎপাদিত পণ্য নষ্ট করে ফেলা হয়।

গ্রামের টোকাই ও কুড়ানিরা

শহরের মতো গ্রামেও রয়েছে নানান পেশা, বর্ণের, যৌনতার টোকাই ও কুড়ানিরা। তারা মূলত ফসল ও ফলমূল কুড়িয়ে থাকেন। তাদের ভিতরেও আমরা অনেক ক্ষোভের কথা শুনি, তারাও মানতে চাননা এভাবে ফসলের অপচয়। তাদের মতে এভাবে ফসল ও ফলমূল নষ্ট না করে যারা খেতে পায়না তাদের ভেতর বিলি করে দিলেইতো হয়। আবার গ্রামেও রয়েছে এমন মানুষ যারা টোকাই ও কুড়ানিরা যেন কোনভাবেই কিছু কুড়িয়ে নিতে না পারেন সে ব্যাপারে সচেষ্ট। আবার কেউ কেউ উদার, তাদের মতে এটা কুড়ানি ও টোকাইদের অধিকারের ভিতরে পড়ে।

নির্মাণরীতি

২০০০ সাল ও এর আশেপাশের সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল সিনেমা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রযুক্তি খাতে। তাকে সমাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পৃথিবীর তাবৎ তাবৎ গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রকারগণ। তার ব্যাতিক্রম নন আনিয়েস ভারদা। এ সিনেমা দিয়েই শুরু করেন তিনি ডিজিটাল হাতেধরা ক্যামেরার ব্যবহার। এর ফলাফল সম্পর্কে তিনি জানান, কমে গিয়েছে সিনেমার সাথে ব্যবধান। একহাতে ক্যামেরা ধরে আছেন তিনি আরেক হাতে ধরা এ সিনেমার অন্যতম বিখ্যাত সেই হৃদয় আকৃতির আলু। আমরা তার হাতে ধরা ক্যামেরায় দেখি এ দৃশ্য।

টোকাইরা ও কুড়ানিরা সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় আরেকটি দৃশ্য হল, ফসলের মাঠে কুড়ানো চলছে তার ভিতরেই ক্যামেরা নিয়ে ভিডিও করছেন আনিয়েস ভারদা। কখনো তিনিও কুড়াচ্ছেন। চলছে কাজ-পান-গান এবং ভাব বিনিময়। একসময় শুরু হয় নাচ। ভারদাও নাচে তাল মিলাতে থাকেন। এ পুরো নাচের দৃশ্যটি দেখি আমরা একটা ক্যামেরাতে লাগানো লেন্সের ক্যাপের নাচানাচির ভিতর দিয়ে, কারণ তিনি নাচ শুরু করার আগে ভুলে গিয়েছিলেন ক্যামেরা বন্ধ করতে। চালু করা অবস্থায়, কাধে ক্যামেরা ঝুলিয়েই নেচেছেন তিনি। এ সিনেমার সুসম্পাদনার ফলে এই প্রথাগত বাতিল দৃশ্যটি বাতিল করেননি তিনি। আর এ দৃশ্য এখন সিনেমা ইতিহাসের অন্যতম প্রিয় দৃশ্য একাধারে দর্শকের এবং সমালোচকের। সিনেমা নির্মাণের এরকম ভঙ্গি, ধারণা তৈরি করে দেয় তার নির্মাণরীতি সমন্ধে। আনিয়েস ভারদার ফরাসি দেশময় ঘুরে বেড়ানো, কুড়ানিদের সাথে এবং তারই এক সচিত্র, গভীর জীবনবোধের বিবরণ এ সিনেমা। গল্প বলার অপ্রথাগত ঢং, সুসম্পাদনা, সঙ্গীতের, শব্দের দুর্দান্ত ব্যবহার, ক্যামেরাতে কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোগাড় করা চমৎকার সব দৃশ্য এবং আনিয়েস ভারদার সরব, ব্যঞ্জনাময় উপস্থিতি। চমৎকার। এখানে তিনি হাজির হন তার সব কিছু নিয়ে, চামড়ার বলিরেখা, বয়স, তার হাতে ক্যামেরা, ক্যামেরার চলমানতা এসব ধরন একেবারেই তার মতন। মনে পড়িয়ে দেয় জিগা ভের্তভের সম্পাদনা ও সিনেমা দর্শনের। তার সম্পর্কে তার দেয়া উপাধিটাই তার জন্য যথার্থ। তিনি "সিনেমালেখক" বা "cinécriture" বা যে সিনেমায় লেখেন।

উপসংহার

সিনেমা, শিল্প, জীবন সব মিলিয়ে যাপন করেছেন আনিয়েস ভারদা। তার সিনেমাও তার মত। সাধারণ, পরিচিত, জনপ্রিয়, অপ্রথাগত সব ধরনের উপাদান বিরাজমান তার সিনেমায়। Les Glaneurs et la Glaneuse (২০০০) সিনেমার গল্প, নির্মাণরীতি, সম্পাদনার তাল সবকিছুর ভেতরেই অনেক অনেক নতুন কিছু নেই তবে রয়েছে অনেক অনেক পুরনো ঢংয়ের নতুন নতুন তাৎপর্যময় ব্যবহার।

দোহাই

https://en.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Varda#Filmography
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gleaners
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gleaners_and_I
https://en.wikipedia.org/wiki/French_New_Wave#Left_Bank
https://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-agnes-varda
https://www.rogerebert.com/reviews/the-gleaners-and-i-2001
https://www.theguardian.com/film/2000/nov/13/artsfeatures
http://sensesofcinema.com/2002/feature-articles/gleaners/

লেখক: মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন
ই-মেইল: